দৈনিক খবর

তারিখ 17 MAY 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা

ঘুণেধরা পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় যে যুগান্তকারী প্রশাসনব্যবস্থা চালু করেছে, তা শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে এনেছে।

শিক্ষকতা এক মহান পেশা। জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এর ব্যাপক স্বীকৃতি আছে। সরকারী প্রশাসনব্যবস্থায় এর যথেষ্ট অবদান গৃহীত হয়েছে শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে 'প্রাথমিক শিক্ষা'। তাই সকল শিক্ষার আগেই জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আজ প্রাথমিক পর্যায়ে সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার মানসে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এমনকি বহু শিক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য। এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষক ও শিক্ষার কোন মূল্যায়ন ছিল না। আজকের প্রগতিশীল যুগে সে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার কবর দেয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিবর্তনের খেলায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের মানসিক অবস্থার কি আশু বিবর্তন হয়েছে? এখনও যে তা জাতিকে পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার মূল উপকরণ। এই শিক্ষা অংগনে আসে অনাগত ভবিষ্যৎ রূপদানকারী। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষকের প্রধান কাজ শিশুকে জানা। শিক্ষকের মন উদার ও দীনতায় পূর্ণ হবে। শিক্ষকের চলাফেরা, পোশাক, পরিচ্ছদে একটা বিশেষত্ব থাকা চাই। কারণ শিশুরা শিক্ষকদের অনুকরণ করে। শিক্ষকদের মনে কোন গোঁড়ামি, হিংসা কামনা, বাসনা থাকলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অংকুরে বিনাশ হবে।

এমন একদিন ছিল যখন কোন বিদ্যালয় ছিল না, শিক্ষোপকরণ ছিল না, শিক্ষক ম্যানায়ুল ছিল না, সিলেবাস ছিল না। আজকের দিনে প্রধান শিক্ষক ম্যানায়ুল হয়েছে, শিক্ষা পাঠক্রম হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য রেডিও ও টেলিভিশনে প্রতিনিয়ত শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। অথচ শুধু মানসিক অবক্ষয়ের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি হচ্ছে ধীর-মন্থর গতিতে।

এর জন্য দায়ী কে? সরকার! শিক্ষক! অভিভাবক! এই ত্রিমুখী প্রচেষ্টার অন্তরালে কতগুলো মৌলিক উপাদান কাজ করছে। তাহলো হিংসা, লোভ, কাম, গোঁড়ামি, অবহেলা ও স্বার্থপরতা। আর সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে উদাসীনতা ও স্বদেশপ্রীতির অভাব।

শিশু হচ্ছে সমাজের সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা জাতীয় কাজ। শিশুদের বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষককে সদালাপী, সহনশীল, বাস্তবমুখী, কঠোর ও বিনয়ী হতে হবে।

শিক্ষকদের খুব সাদাসিধে ও সরল হতে হবে। তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা, আচরণে স্নেহাসিক্ত বারিধারা জ্ঞান মঞ্জুরী থাকতে হবে। তাহলেই শিক্ষক শিশুকে জানতে পারবে। শিক্ষকদের চালচলনে বাবুগিরি থাকলে শিশুরাও বাবুগিরি শিখবে। ফলে শিশুদের কচি মনে হিংসা ও অবহেলার সূত্রপাত হবে। শিক্ষক যেভাবে শিশুকে তৈরী করবে, শিশুরা সেভাবে গড়ে উঠবে। কথায় বলে— যেমন বীজ তেমন ফল।

শিক্ষকরা অনেকে বলে বেড়ান শিশুরা আমাদেরকে মান্য করে না। আমি এ কথা মানতে রাজি নই। কারণ শিশুরা কাদামাটির মত, এদেরকে যা শিখানো হবে তাই শিখবে। শিক্ষকরা একটু স্বার্থ ত্যাগ করলে এই অবাঞ্ছিত অবক্ষয় রোধ হবে। তবে শিক্ষকরা চাকরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে নেশা হিসেবে গ্রহণ করলে জাতীয় জীবনে শিক্ষার মান সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

হিংসা ও স্বার্থ মানব মন ও জাতিকে ধ্বংস করে। এই স্বার্থপরতা অনেক সময় সরকারী প্রশাসনকে অচল করে। যুগে যুগে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে কোন সুদূরপ্রসারী ধ্যান-ধারণাকে অচল করতে দ্বিধা করেনি।

শিক্ষকদের এ নিয়ে ভাবলে চলবে না। কারণ শিক্ষকরা যে কোন সমালোচনার বাইরে থাকবে। আমি পূর্বেই বলেছি শিক্ষকেরা মহান পেশাদারী। শিক্ষকেরা মানব গড়ার কারিগর। তারা শিশুদের ভাল-মন্দের চাবিকাঠি। শিক্ষকের পাঠদানে ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে উঠবে শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন। শিক্ষক শিশুদের ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন করার মহান আলোর দিশারী। শিক্ষক যেন শিশুর শত জনমের আপনজন ও নিকট আত্মীয়।

তাই কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন,

বিশ্ব ধরার ফুল বাগিচায় আমরা মালীর দল।
তরুন মূলে বসে বসে আমরা ঢালি জল॥

আজকের দিনে তাই আসুন আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে সকলেই জাতি গঠনের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠি। কচিকাঁচা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে সংকল্প গ্রহণ করি। প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্থান অক্ষুন্ন রাখতে যে কোন জাতীয় দুর্যোগে নিজদেরকে বিলিয়ে দিতে পারি।

পরিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার জন্য সকল শিক্ষকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। চাকরি ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর সাথে যে বেতন বৈষম্য আছে উহার নিরসনকল্পে সরকার যে আশা দিয়েছেন সে ওয়াদা নিশ্চয় পূরণ হবে।

—— নারায়ণচন্দ্র নাথ